মন কি বাত

তৃতীয় খণ্ড

मन की बात 100
MANN KI BAAT 100

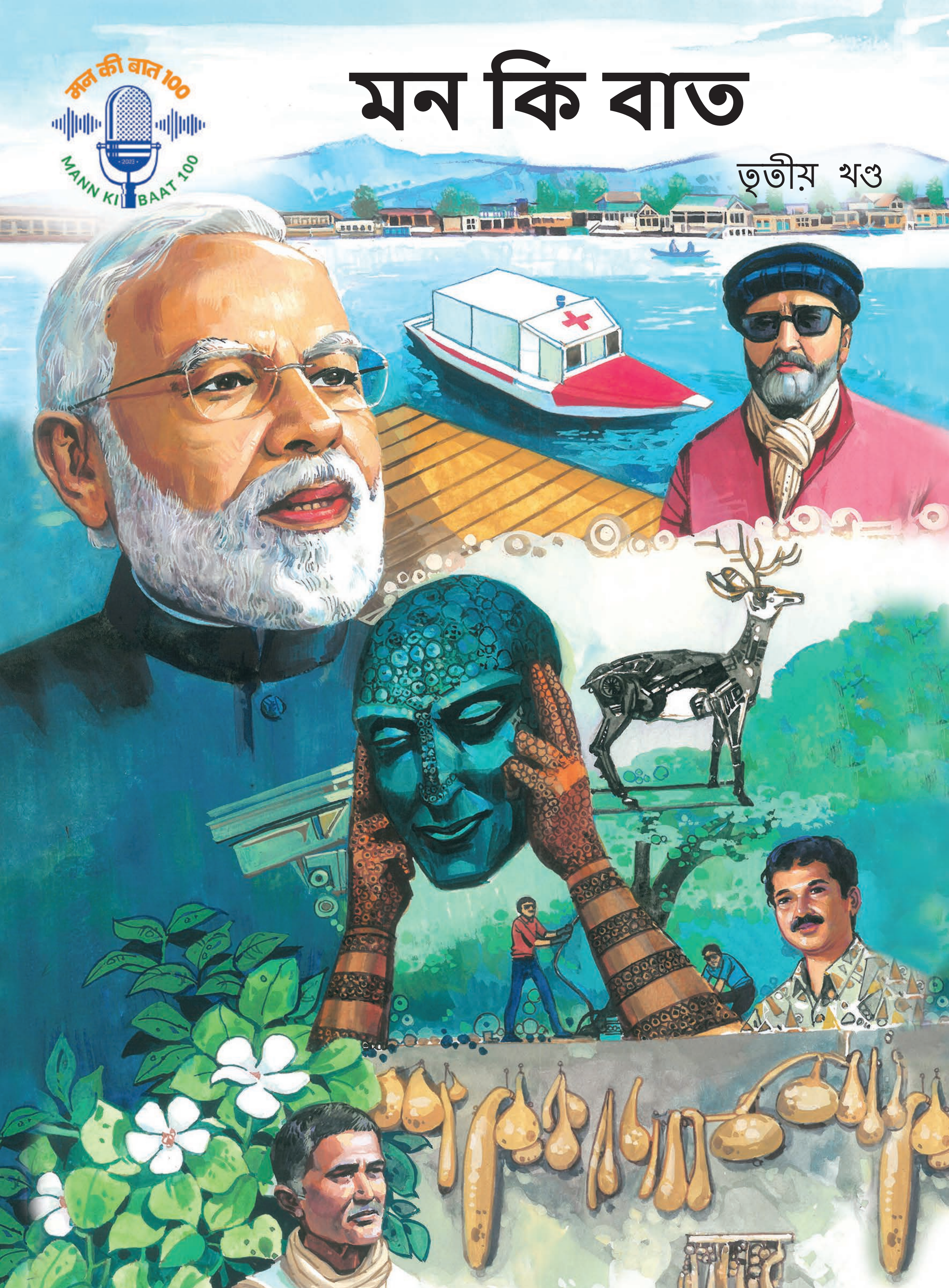

MANN KI BAAT
VOL.3

Script Writers
Sarda Mohan and Shashi Mukherjee

Illustrations and Cover Art
Dilip Kadam

Assistant Artist
Ravindra Mokate

Production
Amar Chitra Katha

Layout Artist
Tarangini Mukherjee

Published by
Amar Chitra Katha Pvt. Ltd

Bengali

ISBN - 978-81-19242-89-4

Amar Chitra Katha Pvt. Ltd, June 2023

© Ministry of Culture, Govt of India, June 2023
All rights reserved. This book is sold subject to the condition that the publication may not be reproduced, stored in a retrieval system (including but not limited to computers, disks, external drives, electronic or digital devices, e-readers, websites), or transmitted in any form or by any means (including but not limited to cyclostyling, photocopying, docutech or other reprographic reproductions, mechanical, recording, electronic, digital versions) without the prior written permission of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

You can now get ACK stories as part of your classroom with **ACK Learn**, a unique learning platform that brings these stories to your school with a range of workshops. Find out more at **www.acklearn.com** or write to us at **acklearn@ack-media.com**.

আমাদের দেশ প্রাচীন প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ। কিন্তু আধুনিকতার দিকে দ্রুত ধাবিত হওয়ার ফলে সে সব এখন বিস্মৃত হতে চলেছে।

সময়ের সাথে এগিয়ে যাওয়া যেমন উচিত, তেমনি নিজেদের অতীত ভোলা উচিত নয় এবং পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া যাবতীয় উত্তরাধিকারেরও সম্মান এবং প্রশংসা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

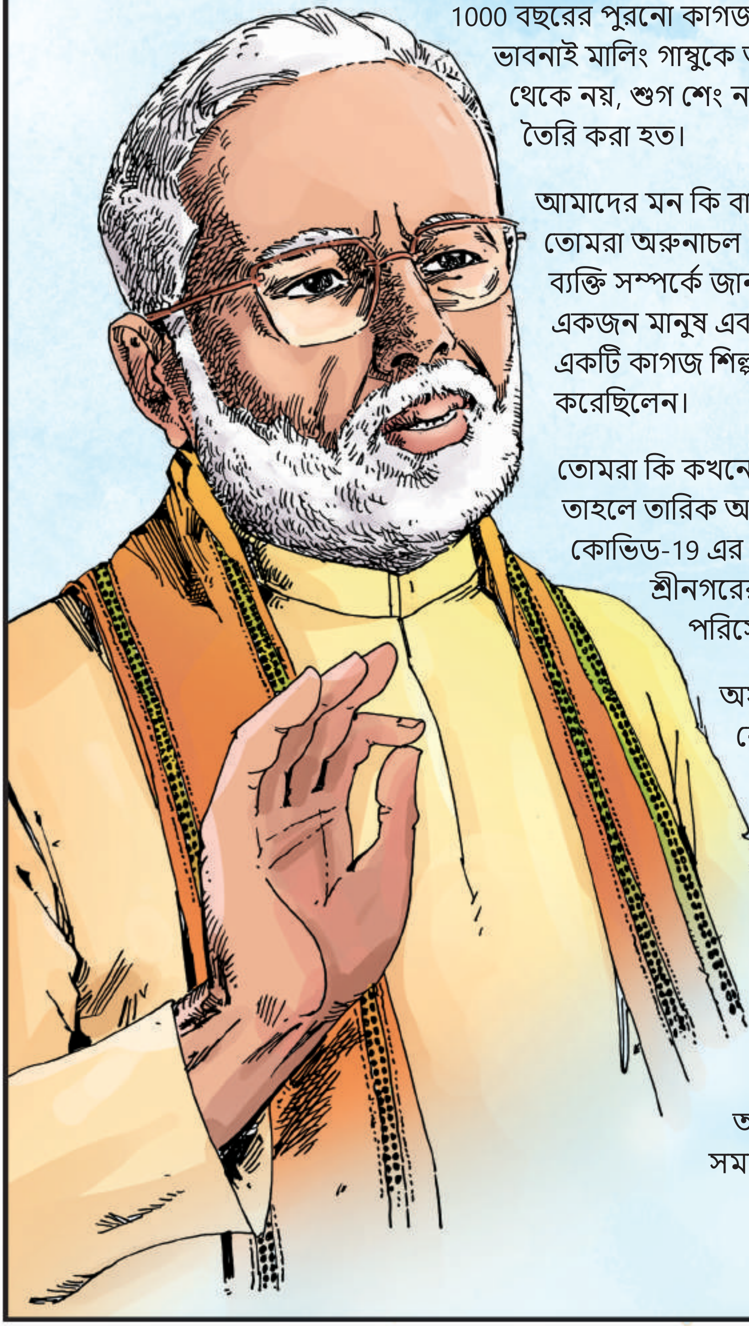

1000 বছরের পুরনো কাগজ শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতেএই ভাবনাই মালিং গাম্বুকে অনুপ্রাণিত করেছিল, যেটি গাছ থেকে নয়, শুগ শেং নামক একটি গুল্মের ছাল থেকে তৈরি করা হত।

আমাদের মন কি বাত কমিক সিরিজের তৃতীয় খণ্ডে তোমরা অরুনাচল প্রদেশের একজন অসাধারণ ব্যক্তি সম্পর্কে জানবে, যিনি নিজে মনপা উপজাতির একজন মানুষ এবং সেই উপজাতির দ্বারা তৈরি একটি কাগজ শিল্পকে তিনি নতুনভাবে আবিস্কার করেছিলেন।

তোমরা কি কখনো জল-অ্যাম্বুল্যান্সের কথা শুনেছ? তাহলে তারিক আহমেদ পাটলুর গল্প পড়ো, যিনি কোভিড-19 এর লকডাউনের সময় কাশ্মীরের শ্রীনগরের ডাল লেকে জল-অ্যাম্বুল্যান্স পরিসেবা চালাতেন।

অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কোন কিছু করা সহজ নয়। এর জন্য দৃঢ় সংকল্প, সাহস এবং প্রতিকুল পরিবেশের মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছে লাগে। কিন্তু তোমার হৃদয় তোমাকে যা করতে বলছে সেটা একবার করে ফেলতে পারলে তার মধ্যে তুমি চরম তৃপ্তি লাভ করতে পারবে।

আমার স্নেহ এবং আশীর্বাদ সব সময় তোমাদের সঙ্গে আছে।

সূচীপত্র

1	মালিং গোম্বু	3
2	উরগাইন ফুংসগ	6
3	শ্রীনিবাস পাদাকান্দালা	9
4	ভাগ্যশ্রী সাহু	12
5	রাম লোটন কুশওয়া	14
6	তারিক আহমেদ পাটলু	17
7	সঞ্জয় কাচ্ছাপ	19
8	হরিশচন্দ্র সিং	22
9	সচ্চিদানন্দ ভারতী	24
10	সিকারি তিস্য	27
11	পি.এম. মুরুগেসন	30

মালিং গোম্বু

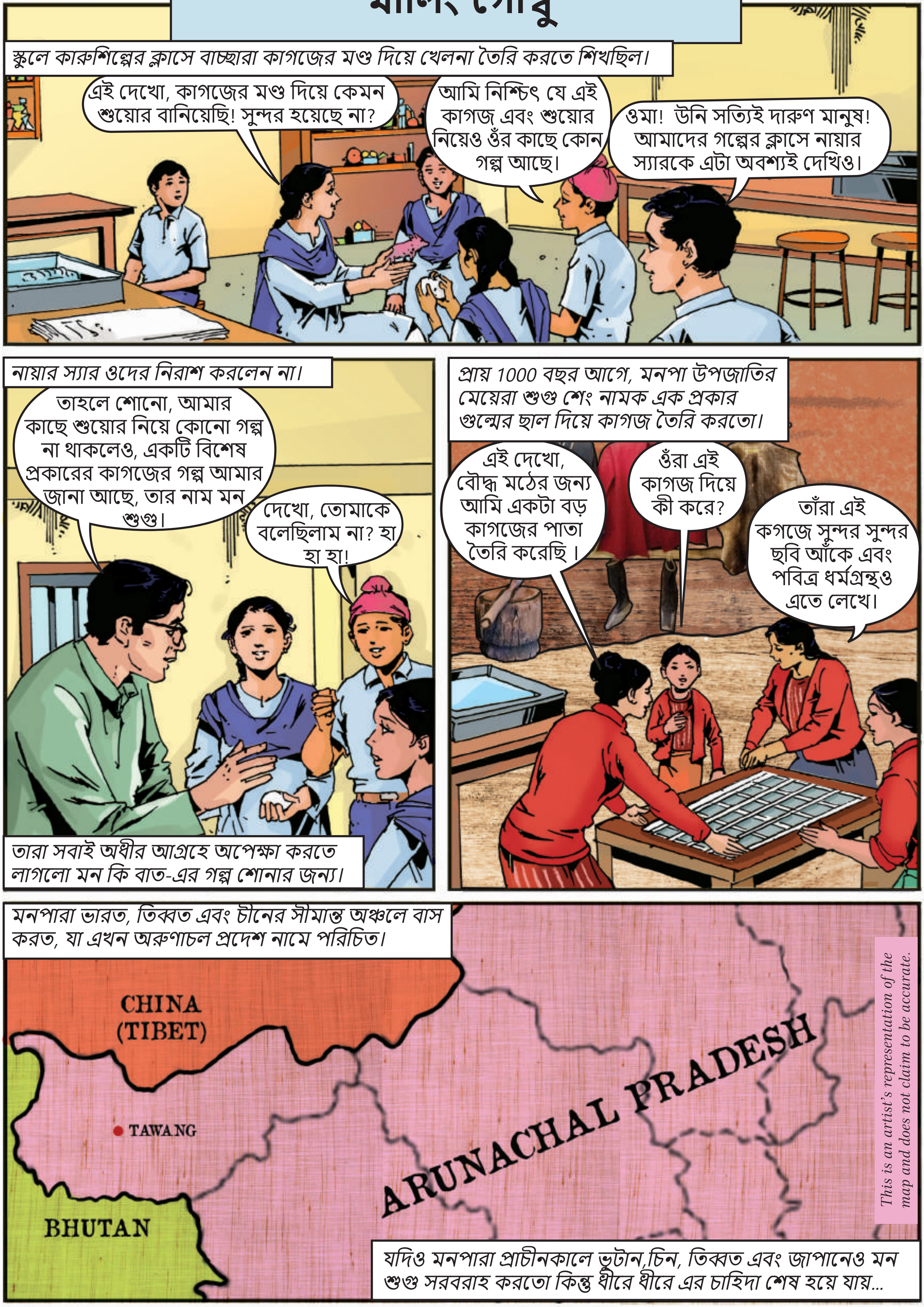

*পাপিয়ার মাশে হল- আঠা এবং কাগজের মণ্ডর মিশ্রণ

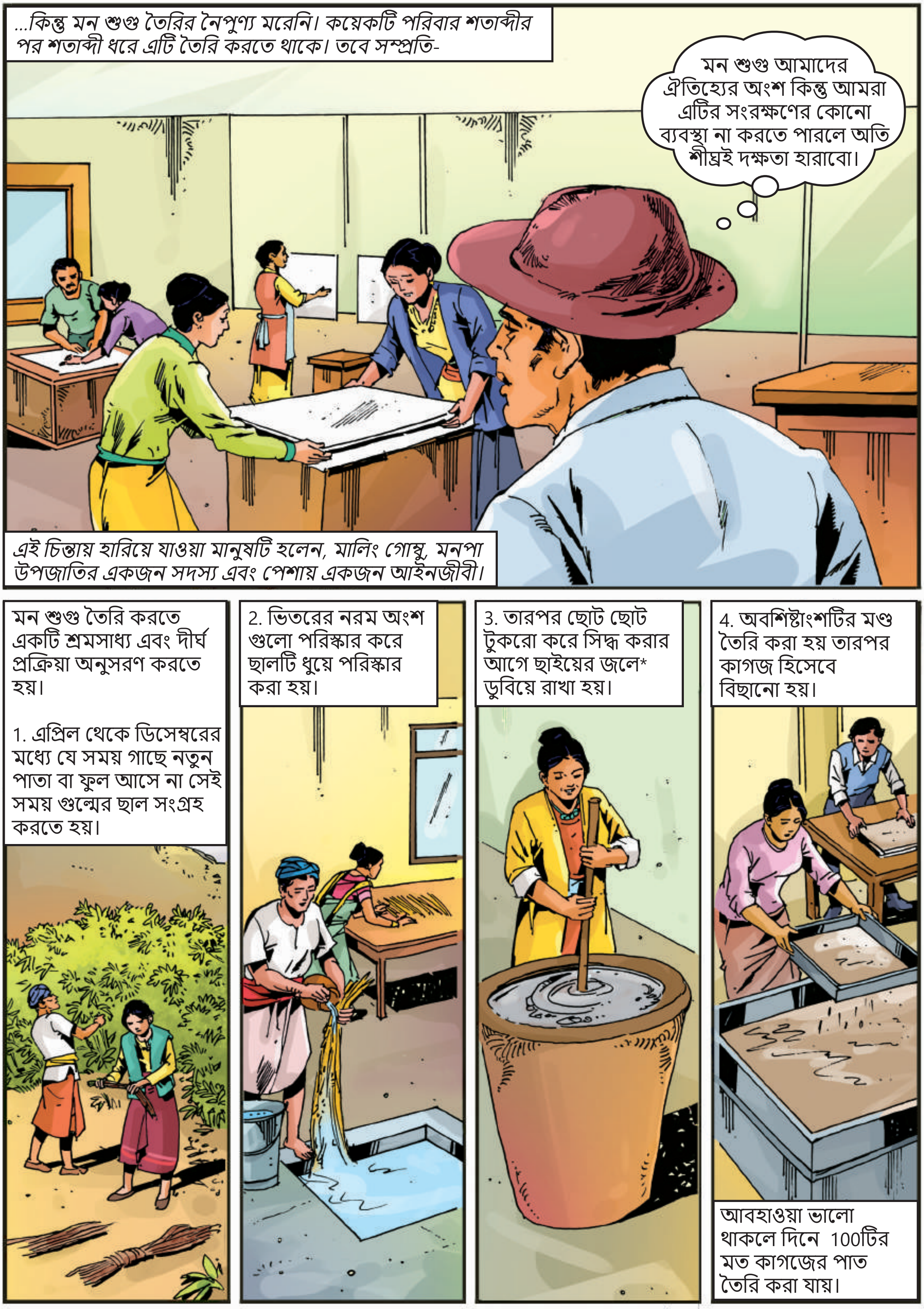

*কাঠের ছাই আর জলের মিশ্রণ

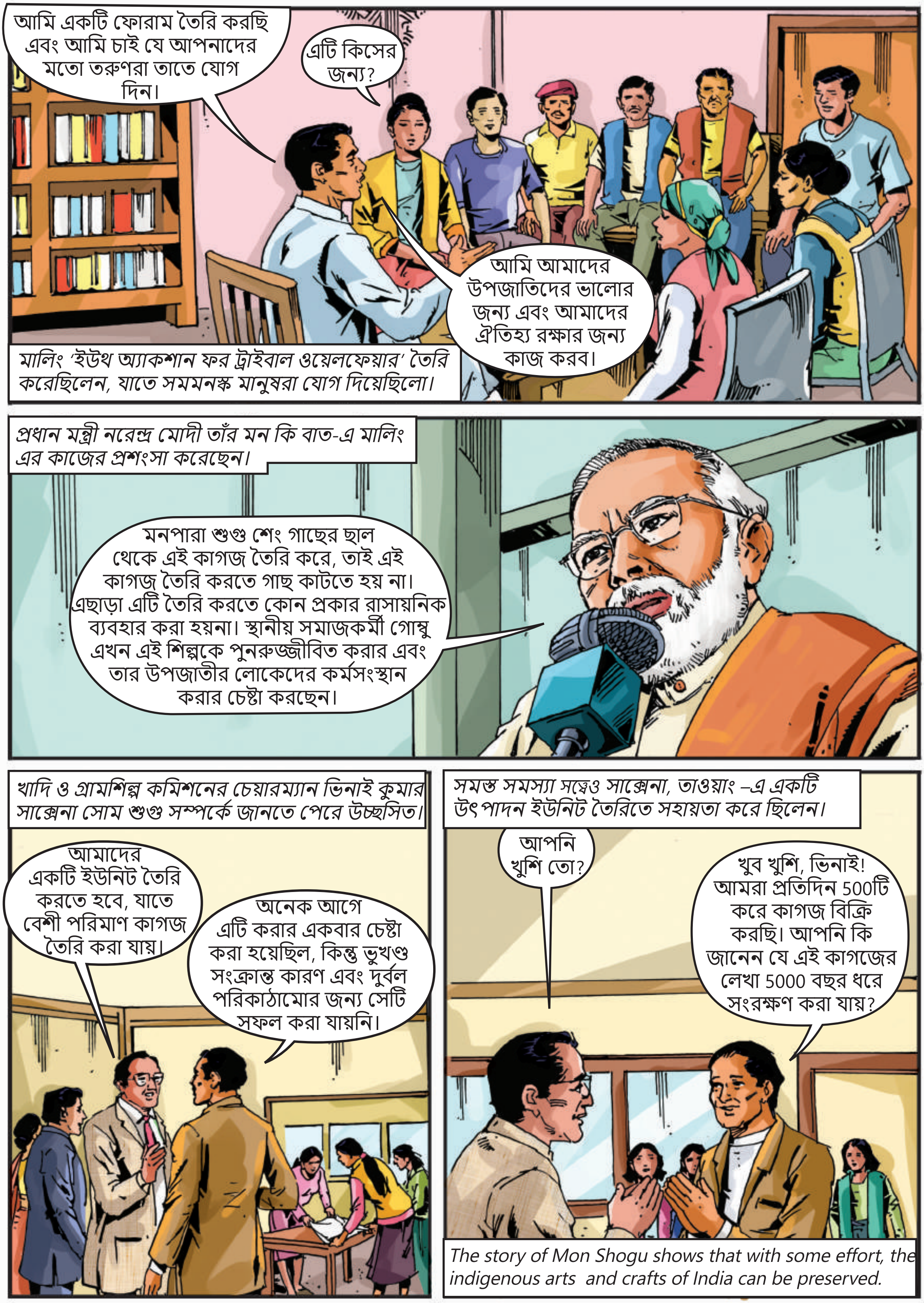
আমি একটি ফোরাম তৈরি করছি এবং আমি চাই যে আপনাদের মতো তরুণরা তাতে যোগ দিন।
এটি কিসের জন্য?
আমি আমাদের উপজাতিদের ভালোর জন্য এবং আমাদের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য কাজ করব।
মালিং ‘ইউথ অ্যাকশান ফর ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার’ তৈরি করেছিলেন, যাতে সমমনস্ক মানুষরা যোগ দিয়েছিলো।
প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মন কি বাত-এ মালিং এর কাজের প্রশংসা করেছেন।
মনপারা শুগু শেং গাছের ছাল থেকে এই কাগজ তৈরি করে, তাই এই কাগজ তৈরি করতে গাছ কাটতে হয় না। এছাড়া এটি তৈরি করতে কোন প্রকার রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়না। স্থানীয় সমাজকর্মী গোম্বু এখন এই শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার এবং তার উপজাতীর লোকেদের কর্মসংস্থান করার চেষ্টা করছেন।
খাদি ও গ্রামশিল্প কমিশনের চেয়ারম্যান ভিনাই কুমার সাক্সেনা সোম শুগু সম্পর্কে জানতে পেরে উচ্ছসিত।
আমাদের একটি ইউনিট তৈরি করতে হবে, যাতে বেশী পরিমাণ কাগজ তৈরি করা যায়।
অনেক আগে এটি করার একবার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু ভুখণ্ড সংক্রান্ত কারণ এবং দুর্বল পরিকাঠামোর জন্য সেটি সফল করা যায়নি।
সমস্ত সমস্যা সত্ত্বেও সাক্সেনা, তাওয়াং –এ একটি উৎপাদন ইউনিট তৈরিতে সহায়তা করে ছিলেন।
আপনি খুশি তো?
খুব খুশি, ভিনাই! আমরা প্রতিদিন 500টি করে কাগজ বিক্রি করছি। আপনি কি জানেন যে এই কাগজের লেখা 5000 বছর ধরে সংরক্ষণ করা যায়?
The story of Mon Shogu shows that with some effort, the indigenous arts and crafts of India can be preserved.

উরগাইন ফুংসগ

*লাদাখের ভোতি ভাষায়, মা
^ভারত-তিব্বতীয় বর্ডার পুলিস
** ভোতি ভাষায় বড় বোন

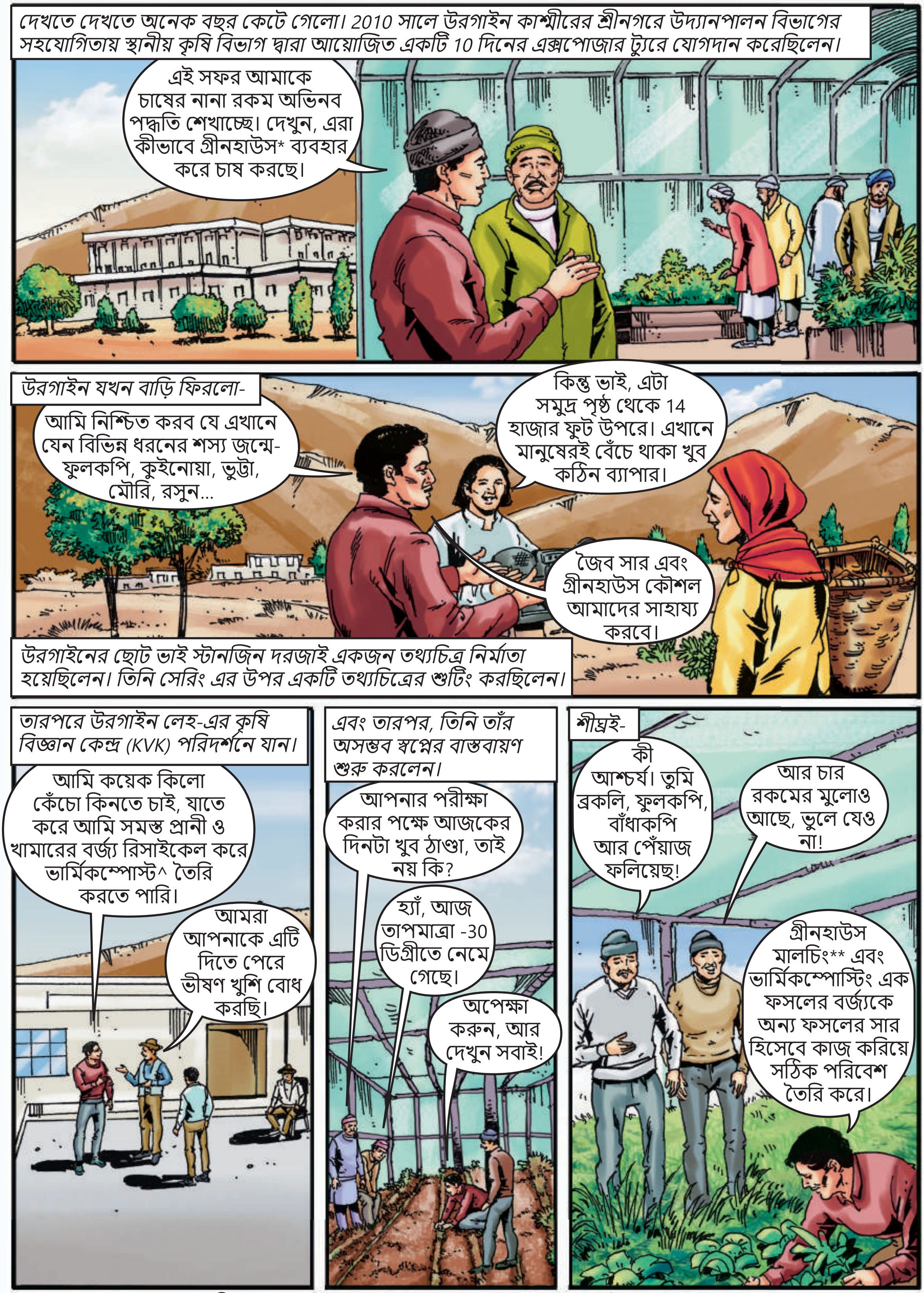

*কাঁচ বা প্লাস্টিকের তৈরি একটি কাঠামো যা জলবায়ু-নিয়ন্ত্রন অবস্থার সৃষ্টি করে।

^একটি জৈব সার।

** মাটিকে তাপ, শুষ্কতা এবং ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করার জন্য খড় এবং অন্যান্য উদ্ভিদের উপাদান দিয়ে মাটি ঢেকে রাখা।

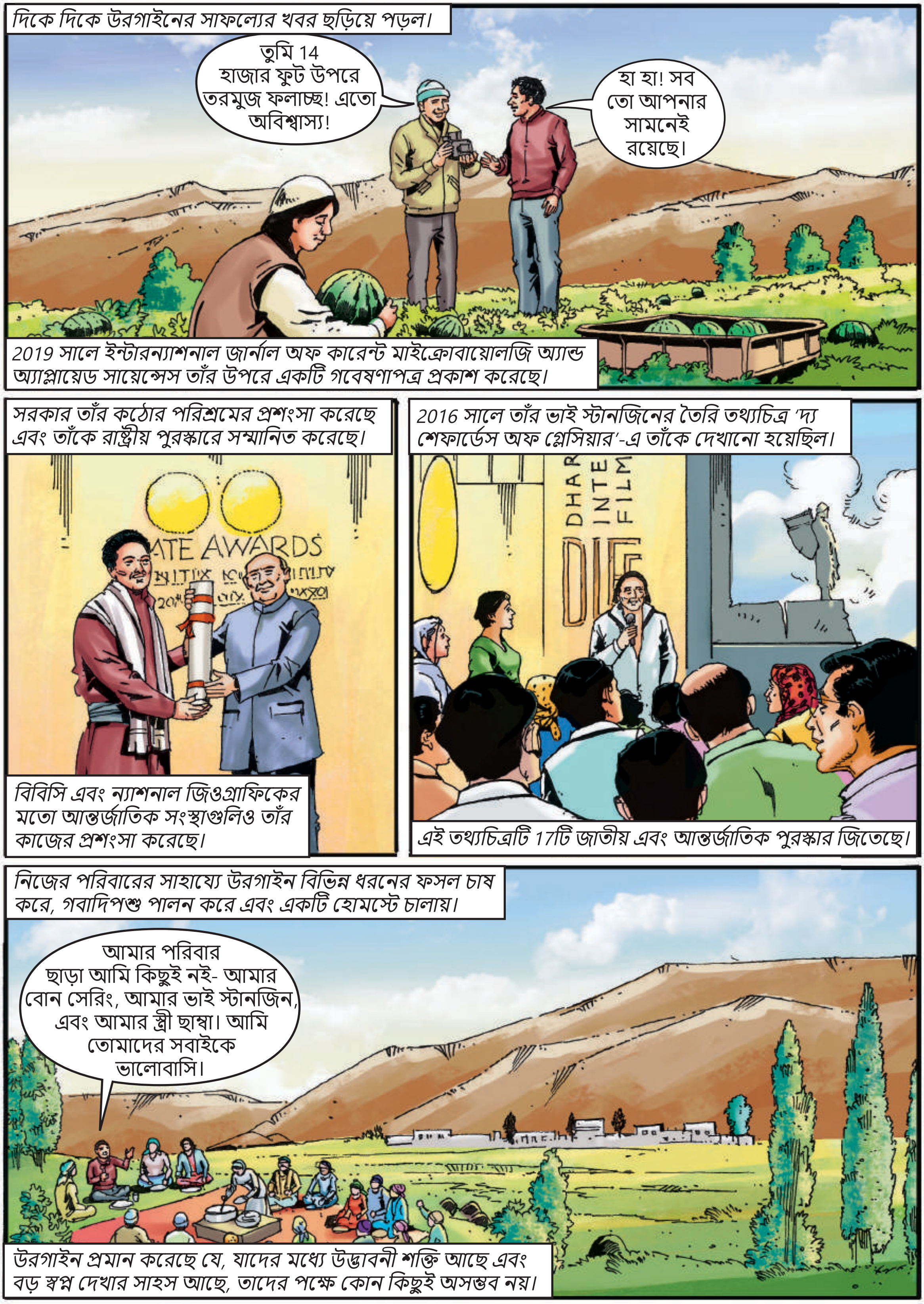
দিকে দিকে উরগাইনের সাফল্যের খবর ছড়িয়ে পড়ল।
তুমি 14 হাজার ফুট উপরে তরমুজ ফলাচ্ছ! এতো অবিশ্বাস্য!
হা হা! সব তো আপনার সামনেই রয়েছে।
2019 সালে ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ কারেন্ট মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সেস তাঁর উপরে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে।
সরকার তাঁর কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করেছে এবং তাঁকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত করেছে।
ATE AWARDS
বিবিসি এবং ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিও তাঁর কাজের প্রশংসা করেছে।
2016 সালে তাঁর ভাই স্টানজিনের তৈরি তথ্যচিত্র 'দ্য শেফার্ডেস অফ গ্লেসিয়ার'-এ তাঁকে দেখানো হয়েছিল।
DHAR
INTE
FILM
DIF
এই তথ্যচিত্রটি 17টি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতেছে।
নিজের পরিবারের সাহায্যে উরগাইন বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষ করে, গবাদিপশু পালন করে এবং একটি হোমস্টে চালায়।
আমার পরিবার ছাড়া আমি কিছুই নই- আমার বোন সেরিং, আমার ভাই স্টানজিন, এবং আমার স্ত্রী ছাম্বা। আমি তোমাদের সবাইকে ভালোবাসি।
উরগাইন প্রমান করেছে যে, যাদের মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তি আছে এবং বড় স্বপ্ন দেখার সাহস আছে, তাদের পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়।

শ্রীনিবাস পাদাকান্দালা

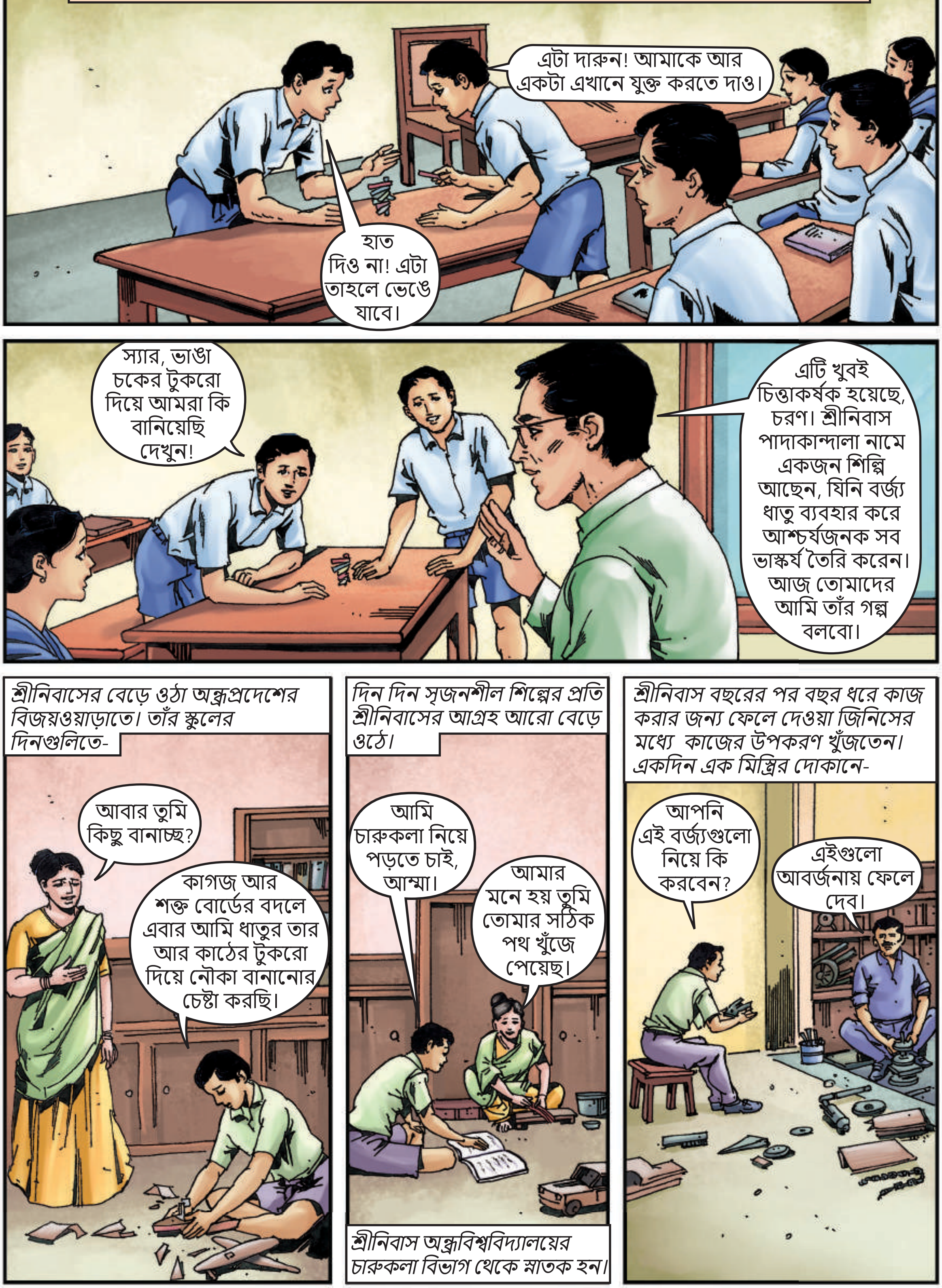

আমি ধাতুর এই বর্জ্যগুলো কিনতে চাই। এইগুলোকে আমি ভালো কিছুতে ব্যবহার করতে চাই।
শীঘ্রই-
এটা কেমন দেখতে লাগছে?
অসাধারণ হয়েছে।
শ্রীনিবাস, বর্জ্য ধাতু, কাঠ আর পাথর ব্যবহার করে ভাস্কর্য বানাতে শুরু করলেন।
শ্রীনিবাস চারুকলা বিভাগে স্নাতকোত্তর পড়াশুনার জন্য বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন। শীঘ্রই-
শোনো, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পরিচালিত একটি সৃজনশীল ভাস্কর্য শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে, তুমি কি...
অবশ্যই যাবো, আমার দক্ষতা প্রদর্শনের এটি একটি দুর্দান্ত সুযোগ।
শ্রীনিবাস সারা দেশের নানা ভাস্কর্য শিবির ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করতে শুরু করলেন।
কিছু বছর পর-
বিজয়ওয়াড়া মিউনিসিপাল কর্পোরেশন একটি ভাস্কর্য শিবিরের আয়োজন করেছে। আমি সেখানে তরুণ শিল্পিদের বর্জ্য ধাতু দিয়ে ভাস্কর্য তৈরি করতে শেখাতে যাচ্ছি।
দারুণ খবর। আমিও আসতে চাই তোমার সাথে!
শীঘ্রই –
ভাস্কর্য শিবিরে আমি আপনার তৈরি ভাস্কর্যগুলি দেখেছি। আমি চাই আপনি আপনার এই সুন্দর ভাস্কর্য দিয়ে সারা বিজয়ওয়াড়া শহরকে সাজিয়ে তুলুন।
নিশ্চই করব, স্যার। এটি করতে পারলে আমি সম্মানিত বোধ করব।
যে ব্যক্তি শ্রীনিবাসকে এই কথাগুলি বলেছিলেন, তিনি ছিলেন বিজয়ওয়াড়া মিউনিসিপ্যাল এর তৎকালীন কমিশনার, জি. ভীরাপান্দিয়ান।

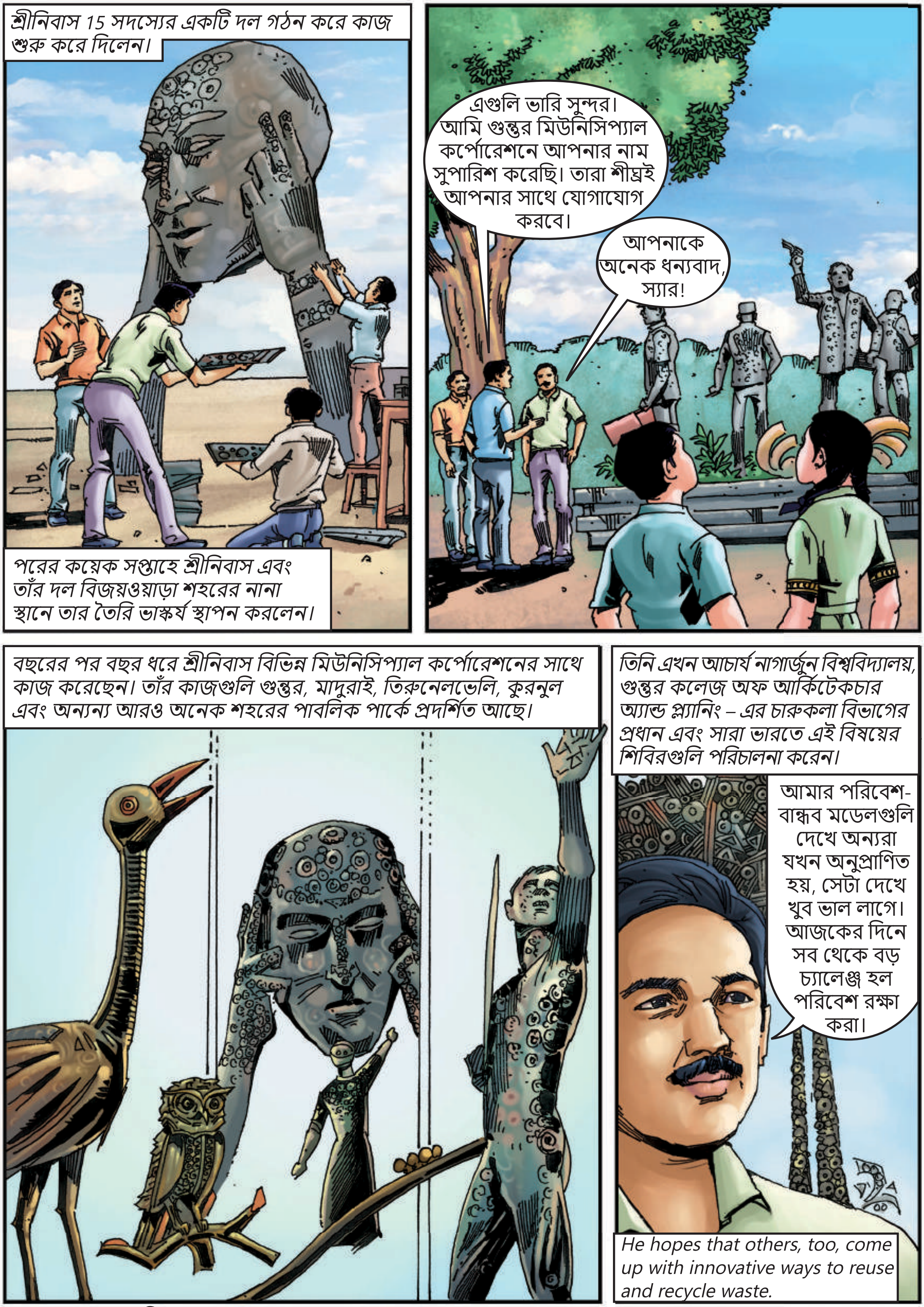

*অন্ধ্র প্রদেশের একটি শহর

ভাগ্যশ্রী সাহু

*প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করে কাপড়ের মধ্যে আঁকা হয়।
^ প্রযুক্তির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।

** উড়িষ্যার পুরি জেলার পটচিত্র শিল্পীদের গ্রাম।

কিছু মাস পর-
তোমার এইগুলো বিক্রি করার কথা ভাবা উচিত! এগুলি অপূর্ব।
তুমি আমাকে ক্যানভাসের উপরে এমন এঁকে দেবে? আমি সেটা বাড়ি নিয়ে যেতে চাই।
নিশ্চই, আমি তোমাকে একটা বানিয়ে দেবো, কিন্তু ক্যানভাসের উপরে?
ভাগ্যশ্রী তাঁর বন্ধুকে ঢেঙ্কানলের ব্রাহ্মণী নদীর তীরে নিয়ে গেল।
আমি এই পাথরগুলির উপরে আঁকতে পারি। এগুলো বেশ সুন্দর মাপের এবং গোলাকার আর মসৃণ।
দারুণ হবে! এগুলো ক্যানভাসের থেকে আরও ভালো হবে।
পাথরে আঁকা ভাগ্যশ্রীর ছবিগুলি শীঘ্রই খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠলো।
আরিব্বাস, এগুলি অসাধারণ! আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে এগুলো তুমি এঁকেছ।
ধন্যবাদ! এই পাথরগুলিকে নতুন জীবন দান করে আমি ভীষণ আনন্দ পাচ্ছি।
মহামারী চলাকালীন ভাগ্যশ্রী খালি বোতল, বাল্ব এবং টিন সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলেন।
মা, এই বোতল আর বাল্বগুলোকে চিনতে পারছ?
খুব ভালো! তুমি শুধুমাত্র একজন শিল্পী নও, তুমি পরিবেশ রক্ষা করতেও সাহায্য করছ।
ভাগ্যশ্রীর মতো হয়ত আমরা সবাই শিল্পের মাধ্যমে আমাদের জীবনে তথা সারা বিশ্বে রঙ ছড়িয়ে দিতে পারি।

রাম লোটন কুশওয়া

**বাবা*

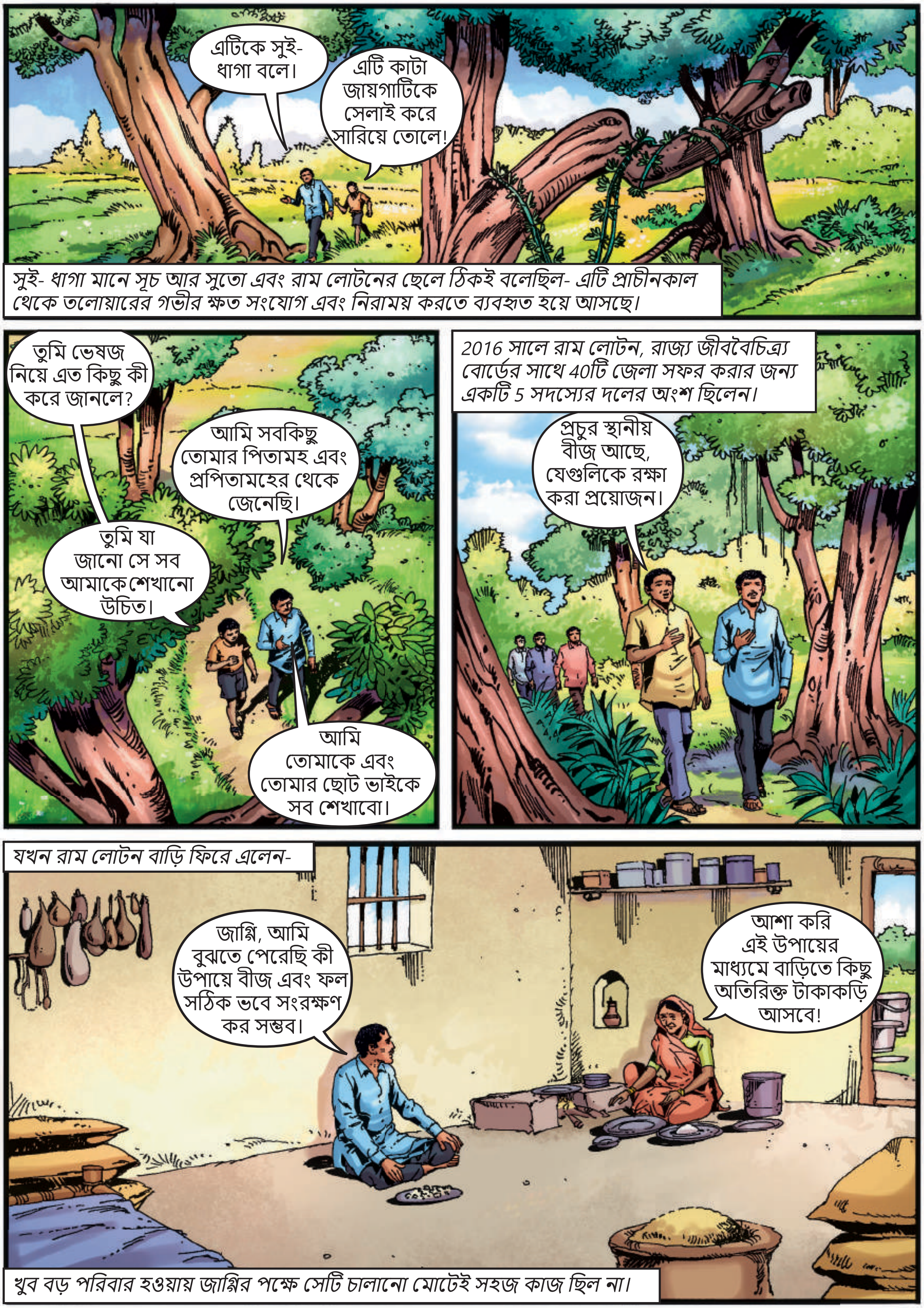
এটিকে সুই-ধাগা বলে।
এটি কাটা জায়গাটিকে সেলাই করে সারিয়ে তোলে!
সুই- ধাগা মানে সূচ আর সুতো এবং রাম লোটনের ছেলে ঠিকই বলেছিল- এটি প্রাচীনকাল থেকে তলোয়ারের গভীর ক্ষত সংযোগ এবং নিরাময় করতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।
তুমি ভেষজ নিয়ে এত কিছু কী করে জানলে?
আমি সবকিছু তোমার পিতামহ এবং প্রপিতামহের থেকে জেনেছি।
তুমি যা জানো সে সব আমাকে শেখানো উচিত।
আমি তোমাকে এবং তোমার ছোট ভাইকে সব শেখাবো।
2016 সালে রাম লোটন, রাজ্য জীববৈচিত্র্য বোর্ডের সাথে 40টি জেলা সফর করার জন্য একটি 5 সদস্যের দলের অংশ ছিলেন।
প্রচুর স্থানীয় বীজ আছে, যেগুলিকে রক্ষা করা প্রয়োজন।
যখন রাম লোটন বাড়ি ফিরে এলেন-
জাগ্নি, আমি বুঝতে পেরেছি কী উপায়ে বীজ এবং ফল সঠিক ভবে সংরক্ষণ কর সম্ভব।
আশা করি এই উপায়ের মাধ্যমে বাড়িতে কিছু অতিরিক্ত টাকাকড়ি আসবে!
খুব বড় পরিবার হওয়ায় জাগ্নির পক্ষে সেটি চালানো মোটেই সহজ কাজ ছিল না।

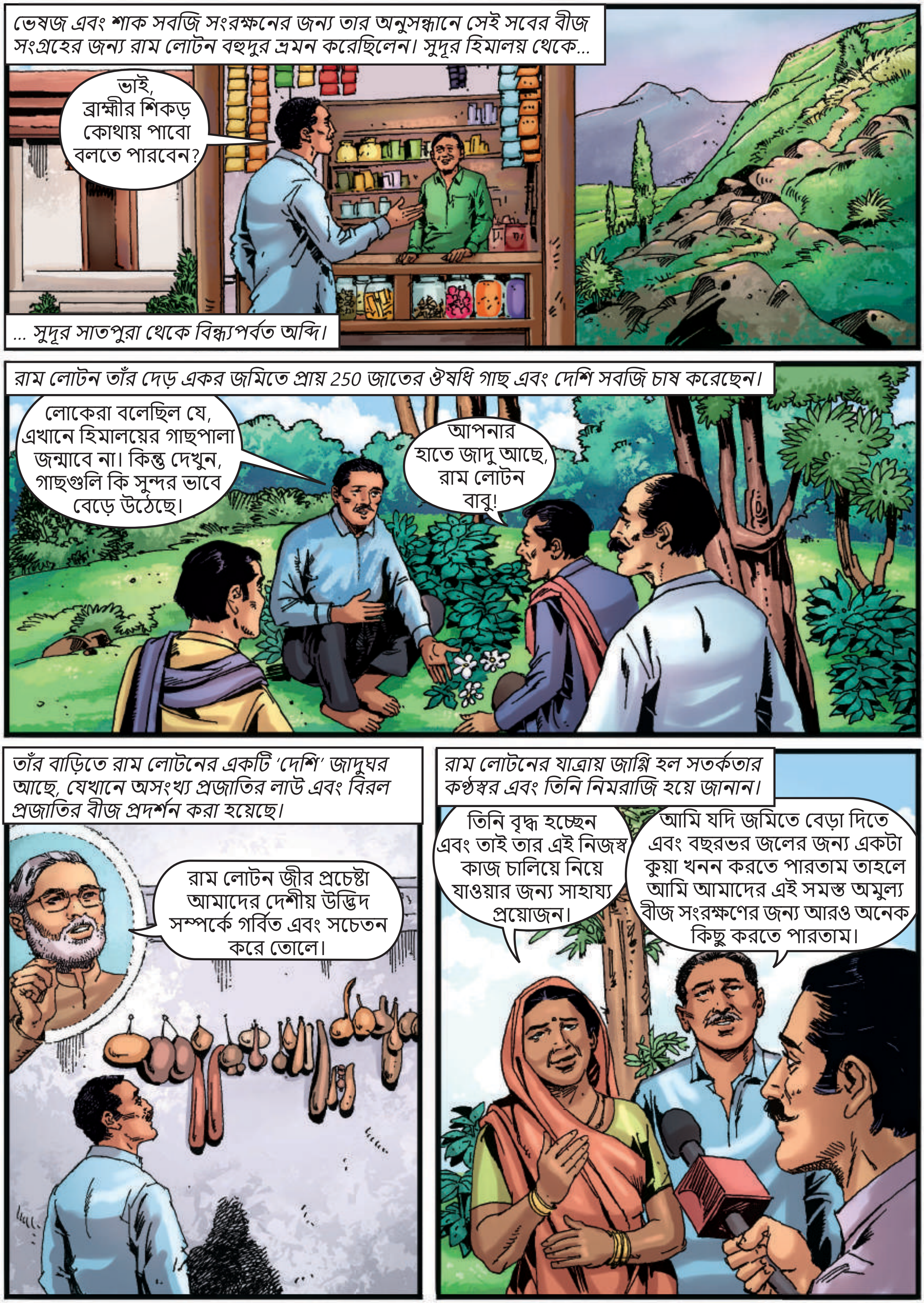
ভেষজ এবং শাক সবজি সংরক্ষনের জন্য তার অনুসন্ধানে সেই সবের বীজ সংগ্রহের জন্য রাম লোটন বহুদুর ভ্রমন করেছিলেন। সুদূর হিমালয় থেকে...
ভাই, ব্রাহ্মীর শিকড় কোথায় পাবো বলতে পারবেন?
... সুদূর সাতপুরা থেকে বিন্ধ্যপর্বত অব্দি।
রাম লোটন তাঁর দেড় একর জমিতে প্রায় 250 জাতের ঔষধি গাছ এবং দেশি সবজি চাষ করেছেন।
লোকেরা বলেছিল যে, এখানে হিমালয়ের গাছপালা জন্মাবে না। কিন্তু দেখুন, গাছগুলি কি সুন্দর ভাবে বেড়ে উঠেছে।
আপনার হাতে জাদু আছে, রাম লোটন বাবু!
তাঁর বাড়িতে রাম লোটনের একটি 'দেশি' জাদুঘর আছে, যেখানে অসংখ্য প্রজাতির লাউ এবং বিরল প্রজাতির বীজ প্রদর্শন করা হয়েছে।
রাম লোটন জীর প্রচেষ্টা আমাদের দেশীয় উদ্ভিদ সম্পর্কে গর্বিত এবং সচেতন করে তোলে।
রাম লোটনের যাত্রায় জাগ্নি হল সতর্কতার কণ্ঠস্বর এবং তিনি নিমরাজি হয়ে জানান।
তিনি বৃদ্ধ হচ্ছেন এবং তাই তার এই নিজস্ব কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্য প্রয়োজন।
আমি যদি জমিতে বেড়া দিতে এবং বছরভর জলের জন্য একটা কুয়া খনন করতে পারতাম তাহলে আমি আমাদের এই সমস্ত অমূল্য বীজ সংরক্ষণের জন্য আরও অনেক কিছু করতে পারতাম।

তারিক আহমেদ পাটলু

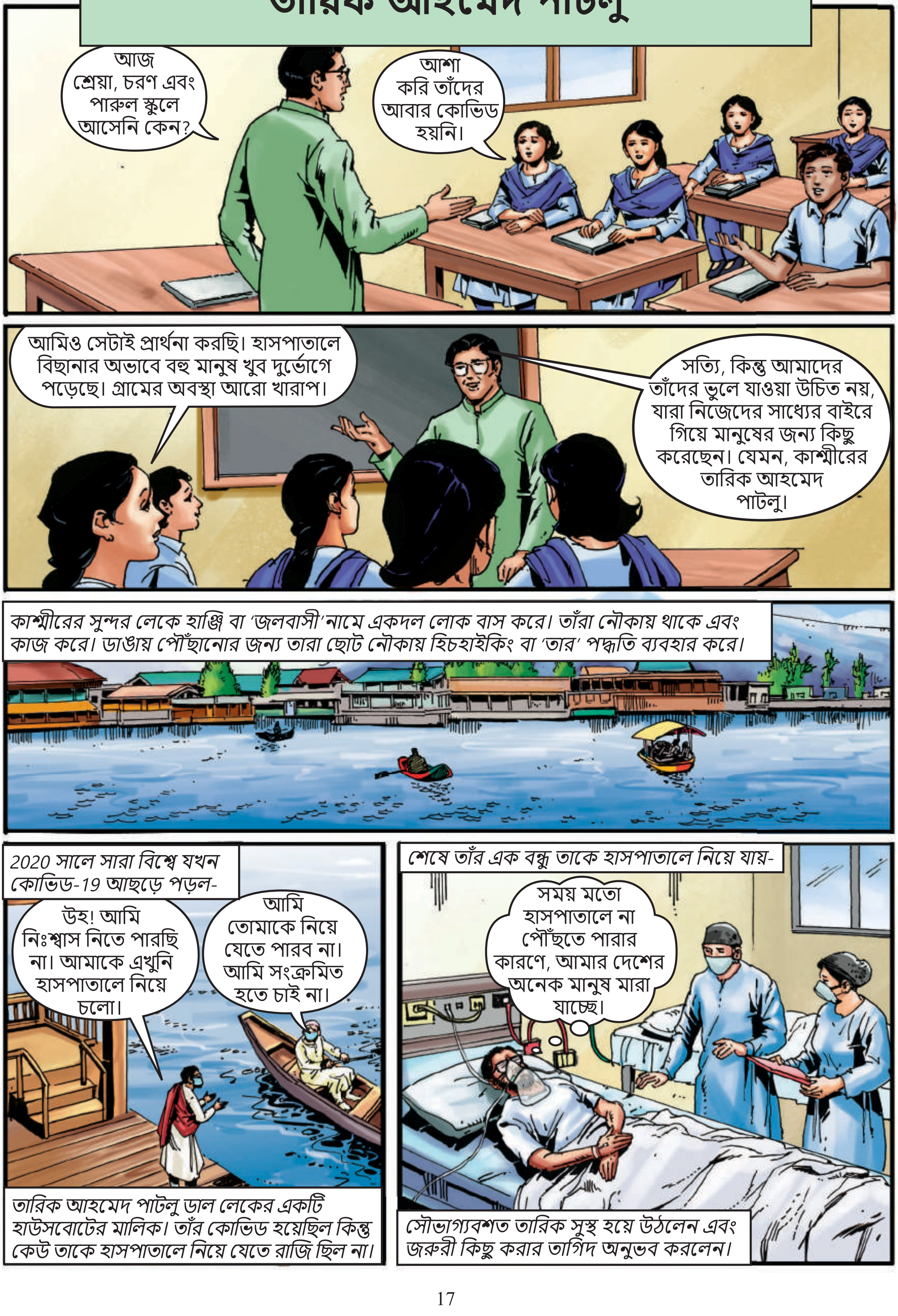

আজ শ্রেয়া, চরণ এবং পারুল স্কুলে আসেনি কেন?
আশা করি তাঁদের আবার কোভিড হয়নি।
আমিও সেটাই প্রার্থনা করছি। হাসপাতালে বিছানার অভাবে বহু মানুষ খুব দুর্ভোগে পড়েছে। গ্রামের অবস্থা আরো খারাপ।
সত্যি, কিন্তু আমাদের তাঁদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়, যারা নিজেদের সাধ্যের বাইরে গিয়ে মানুষের জন্য কিছু করেছেন। যেমন, কাশ্মীরের তারিক আহমেদ পাটলু।
কাশ্মীরের সুন্দর লেকে হাঞ্জি বা 'জলবাসী' নামে একদল লোক বাস করে। তাঁরা নৌকায় থাকে এবং কাজ করে। ডাঙায় পৌঁছানোর জন্য তারা ছোট নৌকায় হিচহাইকিং বা 'তার' পদ্ধতি ব্যবহার করে।
2020 সালে সারা বিশ্বে যখন কোভিড-19 আছড়ে পড়ল-
উহ! আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। আমাকে এখুনি হাসপাতালে নিয়ে চলো।
আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারব না। আমি সংক্রমিত হতে চাই না।
তারিক আহমেদ পাটলু ডাল লেকের একটি হাউসবোটের মালিক। তাঁর কোভিড হয়েছিল কিন্তু কেউ তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে রাজি ছিল না।
শেষে তাঁর এক বন্ধু তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়-
সময় মতো হাসপাতালে না পৌঁছতে পারার কারণে, আমার দেশের অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে।
সৌভাগ্যবশত তারিক সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং জরুরী কিছু করার তাগিদ অনুভব করলেন।

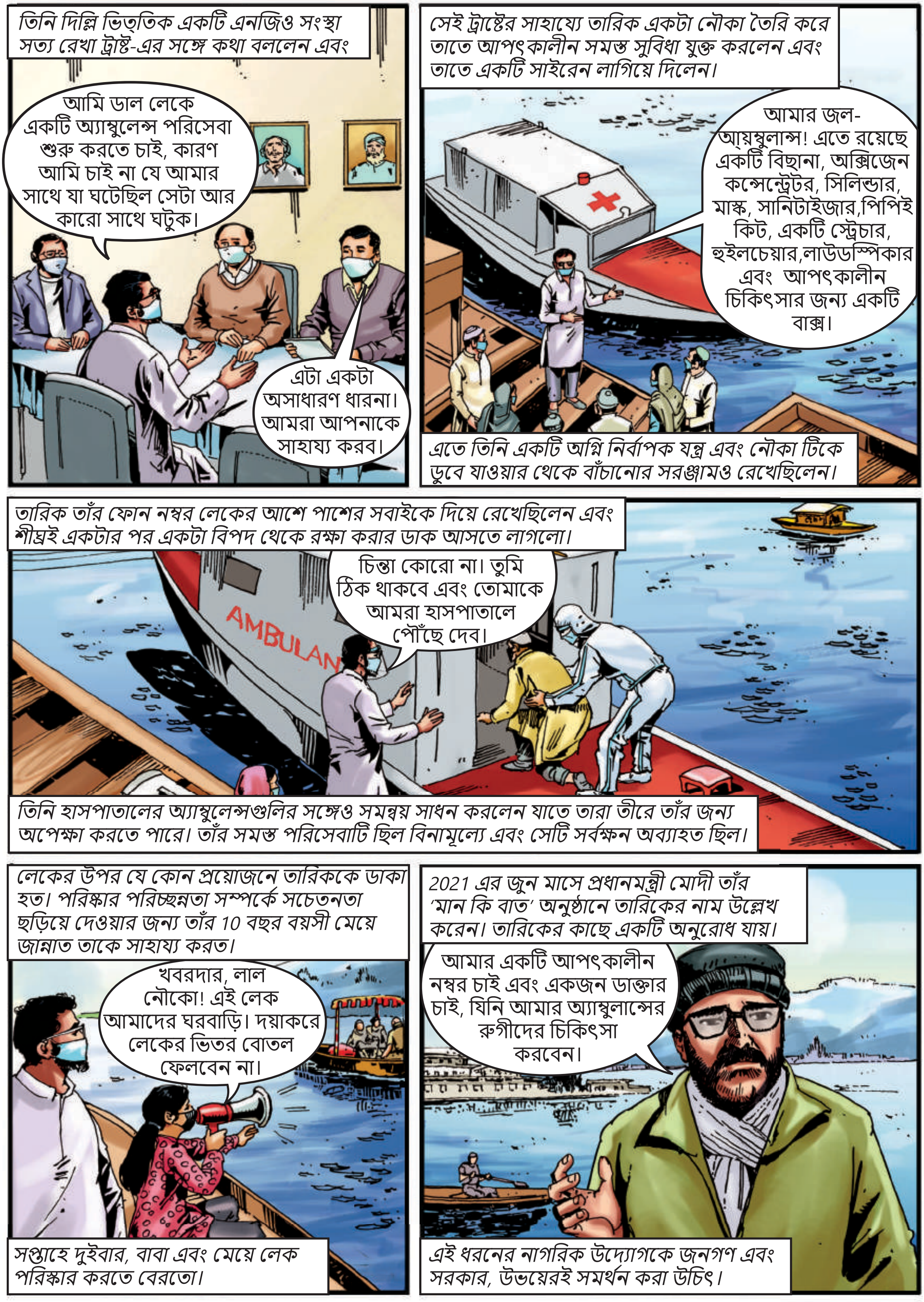
তিনি দিল্লি ভিত্তিক একটি এনজিও সংস্থা সত্য রেখা ট্রাষ্ট-এর সঙ্গে কথা বললেন এবং
আমি ডাল লেকে একটি অ্যাম্বুলেন্স পরিসেবা শুরু করতে চাই, কারণ আমি চাই না যে আমার সাথে যা ঘটেছিল সেটা আর কারো সাথে ঘটুক।
এটা একটা অসাধারণ ধারনা। আমরা আপনাকে সাহায্য করব।
সেই ট্রাস্টের সাহায্যে তারিক একটা নৌকা তৈরি করে তাতে আপৎকালীন সমস্ত সুবিধা যুক্ত করলেন এবং তাতে একটি সাইরেন লাগিয়ে দিলেন।
আমার জল-অ্যাম্বুলান্স! এতে রয়েছে একটি বিছানা, অক্সিজেন কন্সেন্ট্রেটর, সিলিন্ডার, মাস্ক, সানিটাইজার,পিপিই কিট, একটি স্ট্রেচার, হুইলচেয়ার,লাউডস্পিকার এবং আপৎকালীন চিকিৎসার জন্য একটি বাক্স।
এতে তিনি একটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবং নৌকা টিকে ডুবে যাওয়ার থেকে বাঁচানোর সরঞ্জামও রেখেছিলেন।
তারিক তাঁর ফোন নম্বর লেকের আশে পাশের সবাইকে দিয়ে রেখেছিলেন এবং শীঘ্রই একটার পর একটা বিপদ থেকে রক্ষা করার ডাক আসতে লাগলো।
চিন্তা কোরো না। তুমি ঠিক থাকবে এবং তোমাকে আমরা হাসপাতালে পৌঁছে দেব।
AMBULAN
তিনি হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সগুলির সঙ্গেও সমন্বয় সাধন করলেন যাতে তারা তীরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে পারে। তাঁর সমস্ত পরিসেবাটি ছিল বিনামূল্যে এবং সেটি সর্বক্ষন অব্যাহত ছিল।
লেকের উপর যে কোন প্রয়োজনে তারিককে ডাকা হত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর 10 বছর বয়সী মেয়ে জান্নাত তাকে সাহায্য করত।
খবরদার, লাল নৌকো! এই লেক আমাদের ঘরবাড়ি। দয়াকরে লেকের ভিতর বোতল ফেলবেন না।
সপ্তাহে দুইবার, বাবা এবং মেয়ে লেক পরিস্কার করতে বেরতো।
2021 এর জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর ‘মান কি বাত’ অনুষ্ঠানে তারিকের নাম উল্লেখ করেন। তারিকের কাছে একটি অনুরোধ যায়।
আমার একটি আপৎকালীন নম্বর চাই এবং একজন ডাক্তার চাই, যিনি আমার অ্যাম্বুলান্সের রুগীদের চিকিৎসা করবেন।
এই ধরনের নাগরিক উদ্যোগকে জনগণ এবং সরকার, উভয়েরই সমর্থন করা উচিৎ।

সঞ্জয় কাচ্ছাপ

শুনলাম স্কুলের লাইব্রেরিতে নতুন নতুন সব গল্পের বই এসেছে।
এটা দারুণ খবর! আমার মামাতো বোন, পিঙ্কি, গ্রামে থাকে, তাঁর স্কুলে কোনো লাইব্রেরি নেই।
হয়ত গ্রামেই কোনো লাইব্রেরি নেই।
আজকের 'মন কি বাত'-এ আমরা এমন একজন মানুষের কথা বলব যার নাম সঞ্জয় কাচ্ছাপ, যিনি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের 'লাইব্রেরি ম্যান' হিসেবে পরিচিত।
ঝাড়খণ্ড রাজ্যের একটি প্রত্যন্ত গ্রামের রাজ্য সরকারী কর্মচারী, সঞ্জয় কাচ্ছাপ। একদিন সন্ধ্যায়-
আর 15 মিনিট দাও। আমার পড়া এখনো শেষ হয়নি।
না। আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না। তুমি গত এক ঘণ্টা ধরে বইটা নিয়ে রেখেছ।
এই, এখানে কী হচ্ছে?
আমাদের দুজনের কাছে মাত্র একটা ইতিহাস বই আছে। আমরা দুজনেই গুপ্ত সাম্রাজ্য নিয়ে পড়ছি। তাই বইটা আমারও চাই।
এই ছাত্রদের পড়াশোনার জন্য যদি পর্যাপ্ত বই থাকতো। আমি জানি আমাকে কী করতে হবে।
পরের দিন সকালে, সঞ্জয় স্থানীয় চায়ের দোকানে গেল।
এই গ্রামের বয়স্ক মানুষদের সাথে কোথায় দেখা হতে পারে?
আমাদের গ্রামে একটি কম্যুনিটি সেন্টার আছে, সেখানে তাঁরা রোজ সকালে মিলিত হয় এবং গ্রামের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

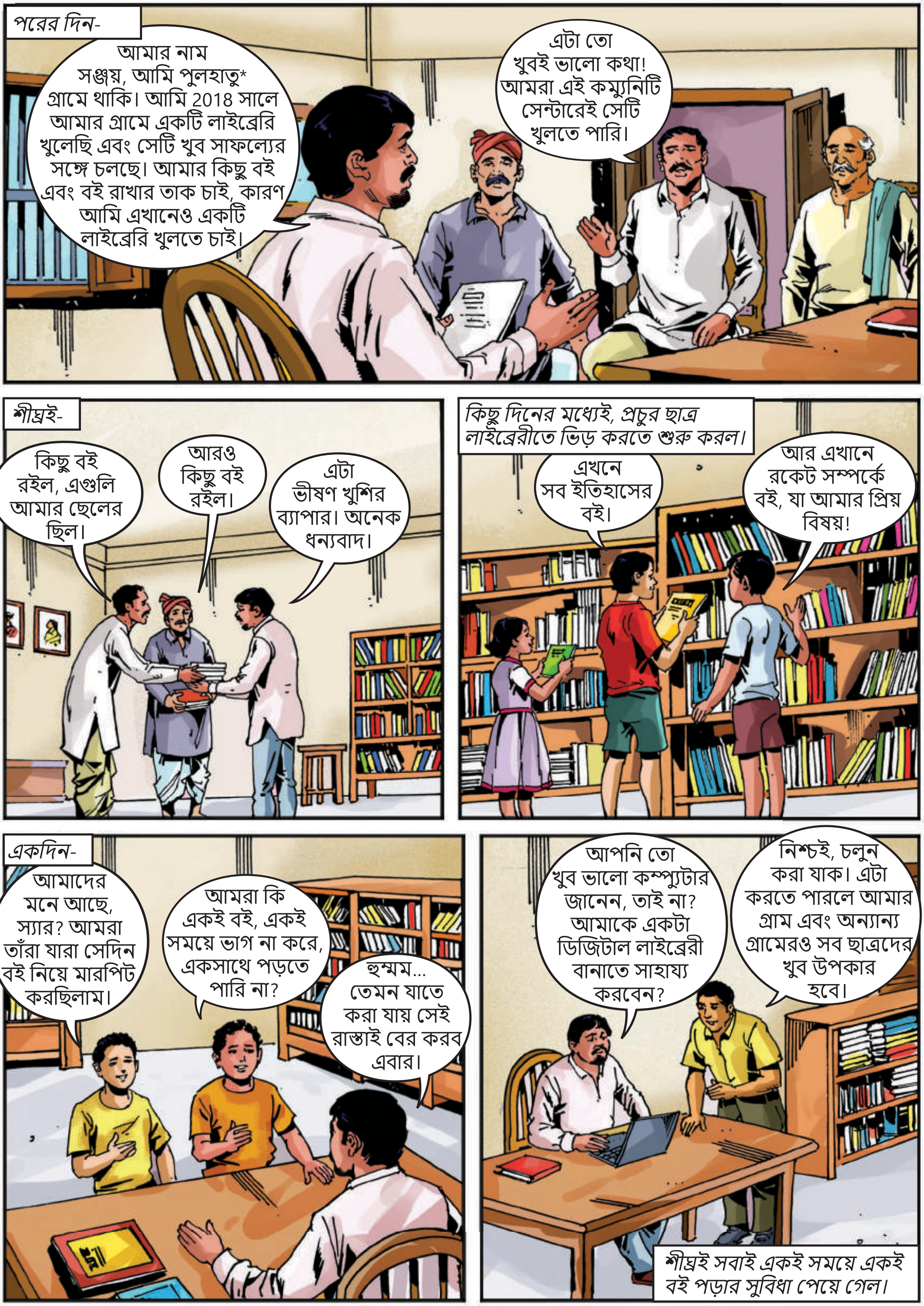

*ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সিংভুম জেলার একটি গ্রাম

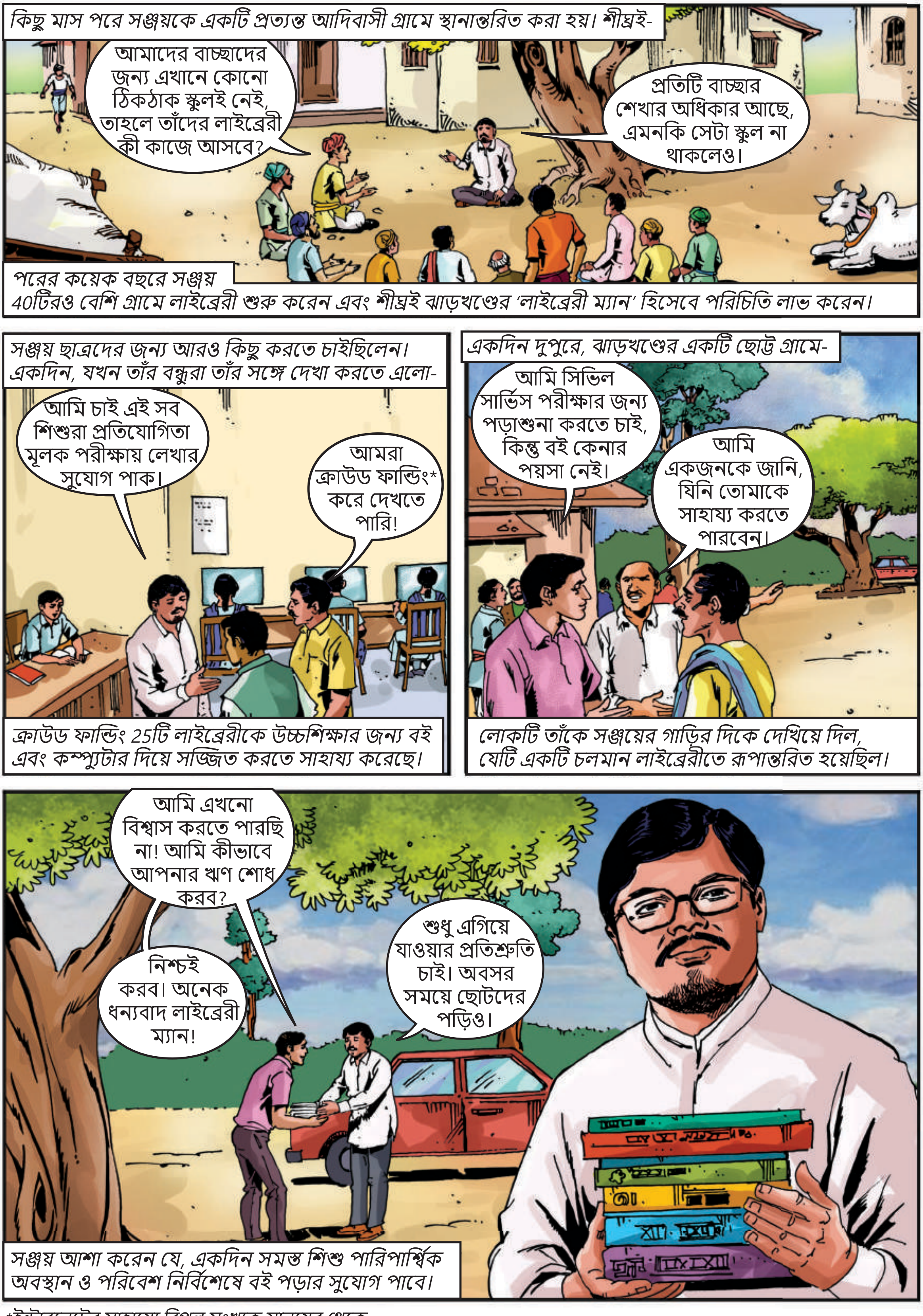

*ইন্টারনেটের সাহায্যে বিপুল সংখ্যক মানুষের থেকে অর্থ সংগ্রহ করা।

হরিশচন্দ্র সিং

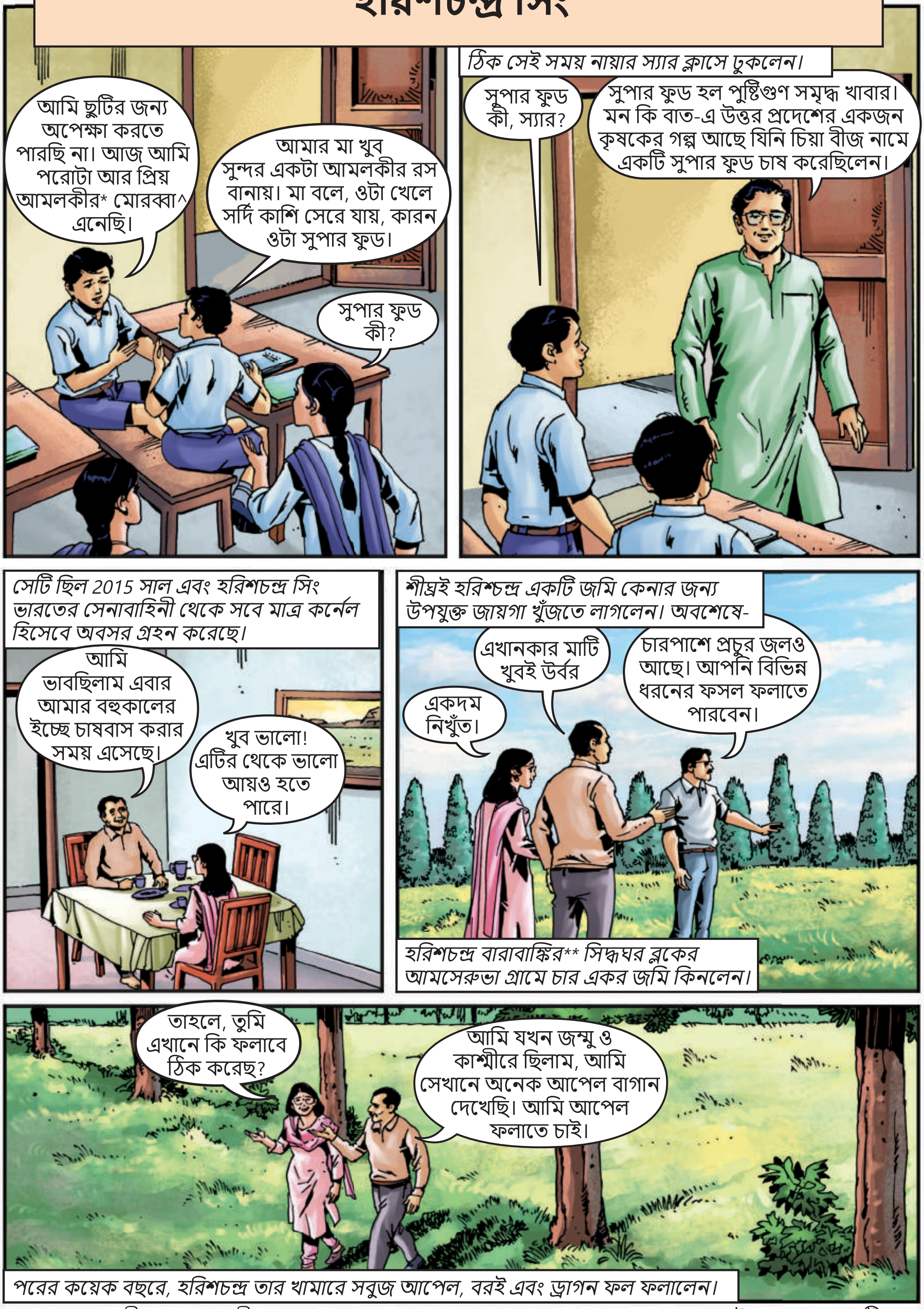

*একধরনের ভারতীয় ফল,আমলকী।

^চিনির রসে ডোবানো আমলকী

**উত্তরপ্রদেশের একটি জেলা

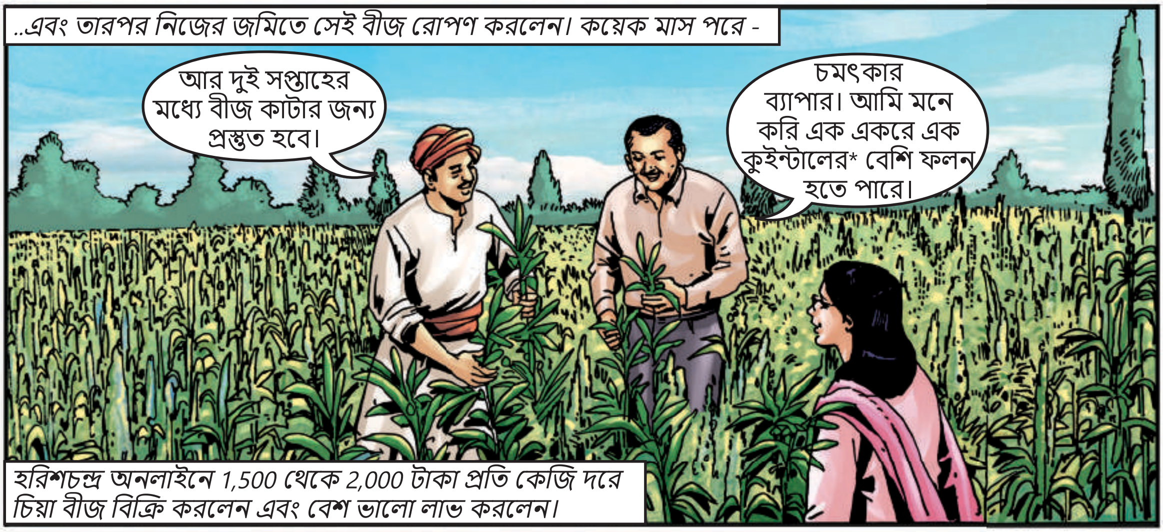

*এক কুইন্টাল মানে 100 কিলো।

সাচ্চিদানন্দ ভারতী

*একটি আন্দোলন যেখানে গ্রামবাসীরা গাছেদের বাঁচানোর প্রয়াসে গাছগুলিকে জড়িয়ে ধরে থাকতেন।

^উত্তরাখণ্ড রাজ্যের চামোলি জেলার একটি শহর।

*উত্তরাখণ্ডের পাউরি গাড়ওয়াল জেলায় অবস্থিত একটি গ্রাম।
^ উত্তরাখণ্ডে 25 কিমি পর্যন্ত প্রসারিত একটি পর্বতশ্রেণী।

**জল ধরে রাখার গর্ত
^^ জল সংরক্ষণ আন্দোলন

বছরের পর বছর ধরে, তার প্রচেষ্টা এক অপ্রতিরোধ্য সাফল্য লাভ করে।
সুখা রাউলা* এখন সারা বছর বয়ে যায়!
হ্যাঁ, আগে এটি বৃষ্টির সময় ফুলে ফেঁপে উঠতো এবং নভেম্বরে শুকিয়ে যেত।
জলের গর্তের কারণে এমনটি হচ্ছে।
গ্রামবাসীরা তাদের গ্রাম গদখরকের নামানুসারে সুখা রাউলার নাম পরিবর্তন করে গদগঙ্গা রাখে।
জল পুকুরের পাশাপাশি, সচ্চিদানন্দ আরও বৃষ্টির জল সংগ্রহ এবং বন সংরক্ষণের জন্য পাহাড়ে শত শত পুকুর এবং খাল তৈরি করেছিলেন।
এখন আমারা সারা বছর ধরে ঝর্ণার জল পান করতে পারি।
সচ্চিদানন্দ তাঁর কাজের জন্য 2011 সালে উত্তরাখণ্ড গ্রীন অ্যাওয়ার্ড, 2013 সালে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় পুরস্কার এবং 2015 সালে ইন্দিরা গান্ধী এনভায়রনমেন্ট অ্যাওয়ার্ড সহ বেশ কিছু পুরস্কার পেয়েছেন।
2021 সালের জুন মাসে, প্রধানমন্ত্রী মোদী তার মন কি বাত অনুষ্ঠানে সচ্চিদানন্দ ভারতী এবং তাঁর প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।
আজ, পাউরি গাড়োয়াল পাহাড়ের 150টি গ্রামে 30,000 টি জলের গর্ত রয়েছে।
পরিবেশের সেবা করে আমি মনে করি আমার জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে।
সচ্চিদানন্দ ও গ্রামবাসীরা 50 লাখেরও বেশি চারা রোপণ করেছেন। আর জলের গর্তগুলো দাবানল থামিয়ে দিয়েছে।

*শুকনো গিরিখাত

সিকারি তিস্য

*ওড়িয়া ভাষায়, ক্ষমা করবেন

^আসামের সব থেকে বড় জেলাগুলির একটি

**কার্বি ভাষায় অভিবাদন জানানো

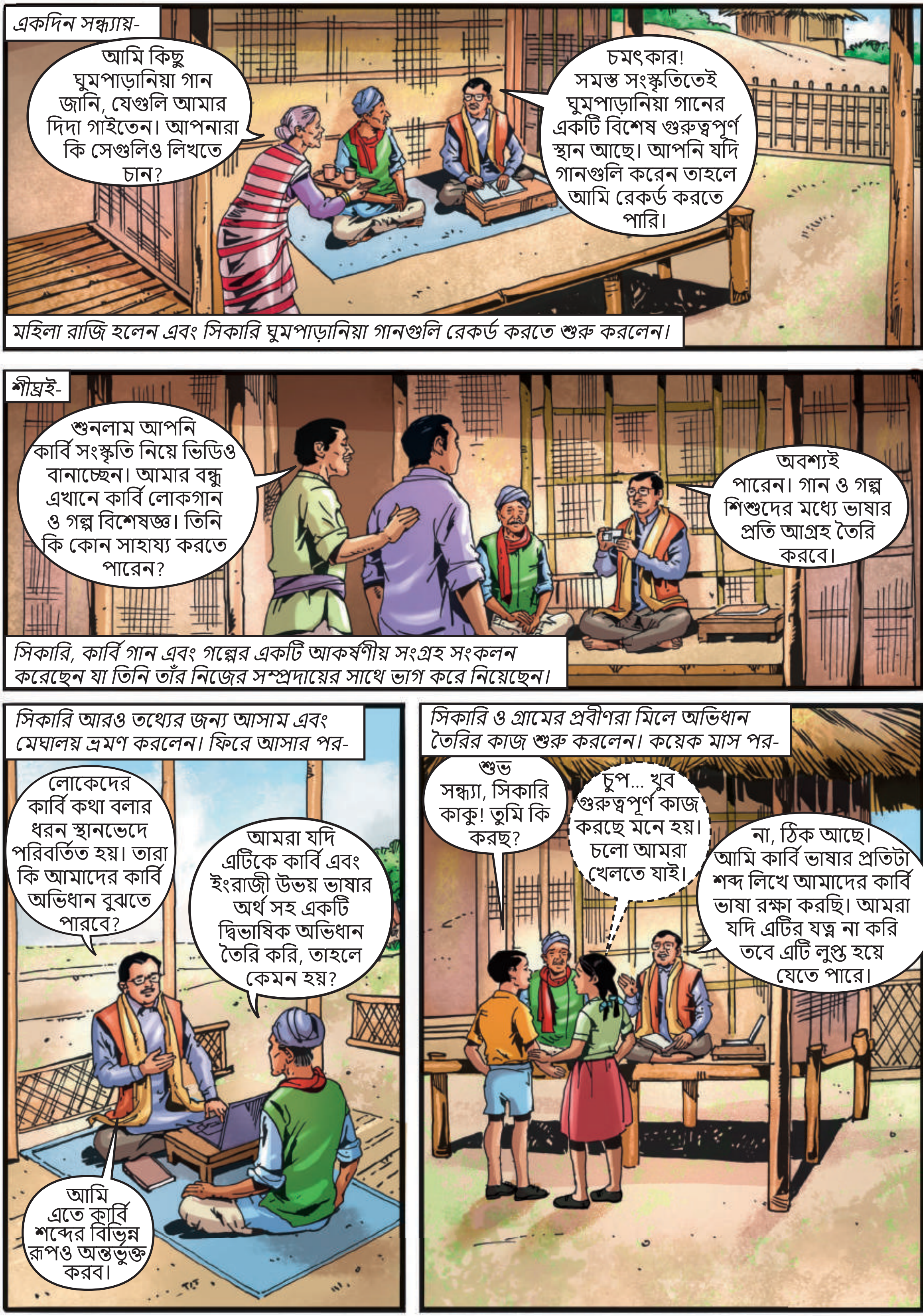

একদিন সন্ধ্যায়-
আমি কিছু ঘুমপাড়ানিয়া গান জানি, যেগুলি আমার দিদা গাইতেন। আপনারা কি সেগুলিও লিখতে চান?
চমৎকার! সমস্ত সংস্কৃতিতেই ঘুমপাড়ানিয়া গানের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। আপনি যদি গানগুলি করেন তাহলে আমি রেকর্ড করতে পারি।
মহিলা রাজি হলেন এবং সিকারি ঘুমপাড়ানিয়া গানগুলি রেকর্ড করতে শুরু করলেন।
শীঘ্রই-
শুনলাম আপনি কার্বি সংস্কৃতি নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছেন। আমার বন্ধু এখানে কার্বি লোকগান ও গল্প বিশেষজ্ঞ। তিনি কি কোন সাহায্য করতে পারেন?
অবশ্যই পারেন। গান ও গল্প শিশুদের মধ্যে ভাষার প্রতি আগ্রহ তৈরি করবে।
সিকারি, কার্বি গান এবং গল্পের একটি আকর্ষণীয় সংগ্রহ সংকলন করেছেন যা তিনি তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন।
সিকারি আরও তথ্যের জন্য আসাম এবং মেঘালয় ভ্রমণ করলেন। ফিরে আসার পর-
লোকেদের কার্বি কথা বলার ধরন স্থানভেদে পরিবর্তিত হয়। তারা কি আমাদের কার্বি অভিধান বুঝতে পারবে?
আমরা যদি এটিকে কার্বি এবং ইংরাজী উভয় ভাষার অর্থ সহ একটি দ্বিভাষিক অভিধান তৈরি করি, তাহলে কেমন হয়?
আমি এতে কার্বি শব্দের বিভিন্ন রূপও অন্তর্ভুক্ত করব।
সিকারি ও গ্রামের প্রবীণরা মিলে অভিধান তৈরির কাজ শুরু করলেন। কয়েক মাস পর-
শুভ সন্ধ্যা, সিকারি কাকু! তুমি কি করছ?
চুপ... খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে মনে হয়। চলো আমরা খেলতে যাই।
না, ঠিক আছে। আমি কার্বি ভাষার প্রতিটা শব্দ লিখে আমাদের কার্বি ভাষা রক্ষা করছি। আমরা যদি এটির যত্ন না করি তবে এটি লুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

*কার্বি ভাষায় বাচ্ছা।

^আসামে উপজাতীয় ভাষা সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করা একদল মানুষ

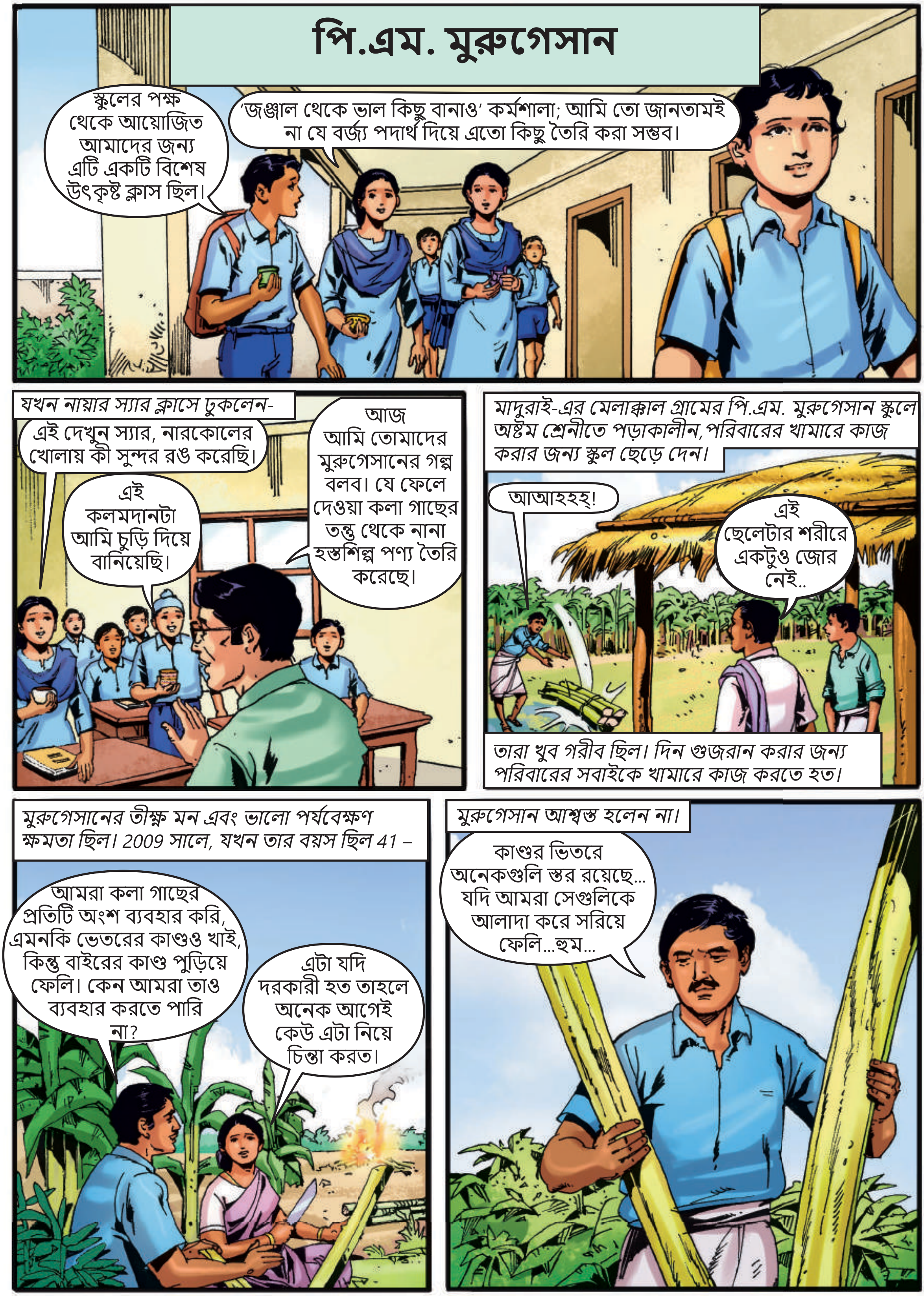
পি.এম. মুরুগেসান
স্কুলের পক্ষ থেকে আয়োজিত আমাদের জন্য এটি একটি বিশেষ উৎকৃষ্ট ক্লাস ছিল।
'জঞ্জাল থেকে ভাল কিছু বানাও' কর্মশালা; আমি তো জানতামই না যে বর্জ্য পদার্থ দিয়ে এতো কিছু তৈরি করা সম্ভব।
যখন নায়ার স্যার ক্লাসে ঢুকলেন-
এই দেখুন স্যার, নারকোলের খোলায় কী সুন্দর রঙ করেছি।
এই কলমদানটা আমি চুড়ি দিয়ে বানিয়েছি।
আজ আমি তোমাদের মুরুগেসানের গল্প বলব। যে ফেলে দেওয়া কলা গাছের তন্তু থেকে নানা হস্তশিল্প পণ্য তৈরি করেছে।
মাদুরাই-এর মেলাক্কাল গ্রামের পি.এম. মুরুগেসান স্কুলে অষ্টম শ্রেনীতে পড়াকালীন, পরিবারের খামারে কাজ করার জন্য স্কুল ছেড়ে দেন।
আআহহহ্!
এই ছেলেটার শরীরে একটুও জোর নেই..
তারা খুব গরীব ছিল। দিন গুজরান করার জন্য পরিবারের সবাইকে খামারে কাজ করতে হত।
মুরুগেসানের তীক্ষ্ণ মন এবং ভালো পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল। 2009 সালে, যখন তার বয়স ছিল 41 –
আমরা কলা গাছের প্রতিটি অংশ ব্যবহার করি, এমনকি ভেতরের কাণ্ডও খাই, কিন্তু বাইরের কাণ্ড পুড়িয়ে ফেলি। কেন আমরা তাও ব্যবহার করতে পারি না?
এটা যদি দরকারী হত তাহলে অনেক আগেই কেউ এটা নিয়ে চিন্তা করত।
মুরুগেসান আশ্বস্ত হলেন না।
কাণ্ডর ভিতরে অনেকগুলি স্তর রয়েছে... যদি আমরা সেগুলিকে আলাদা করে সরিয়ে ফেলি...হুম...

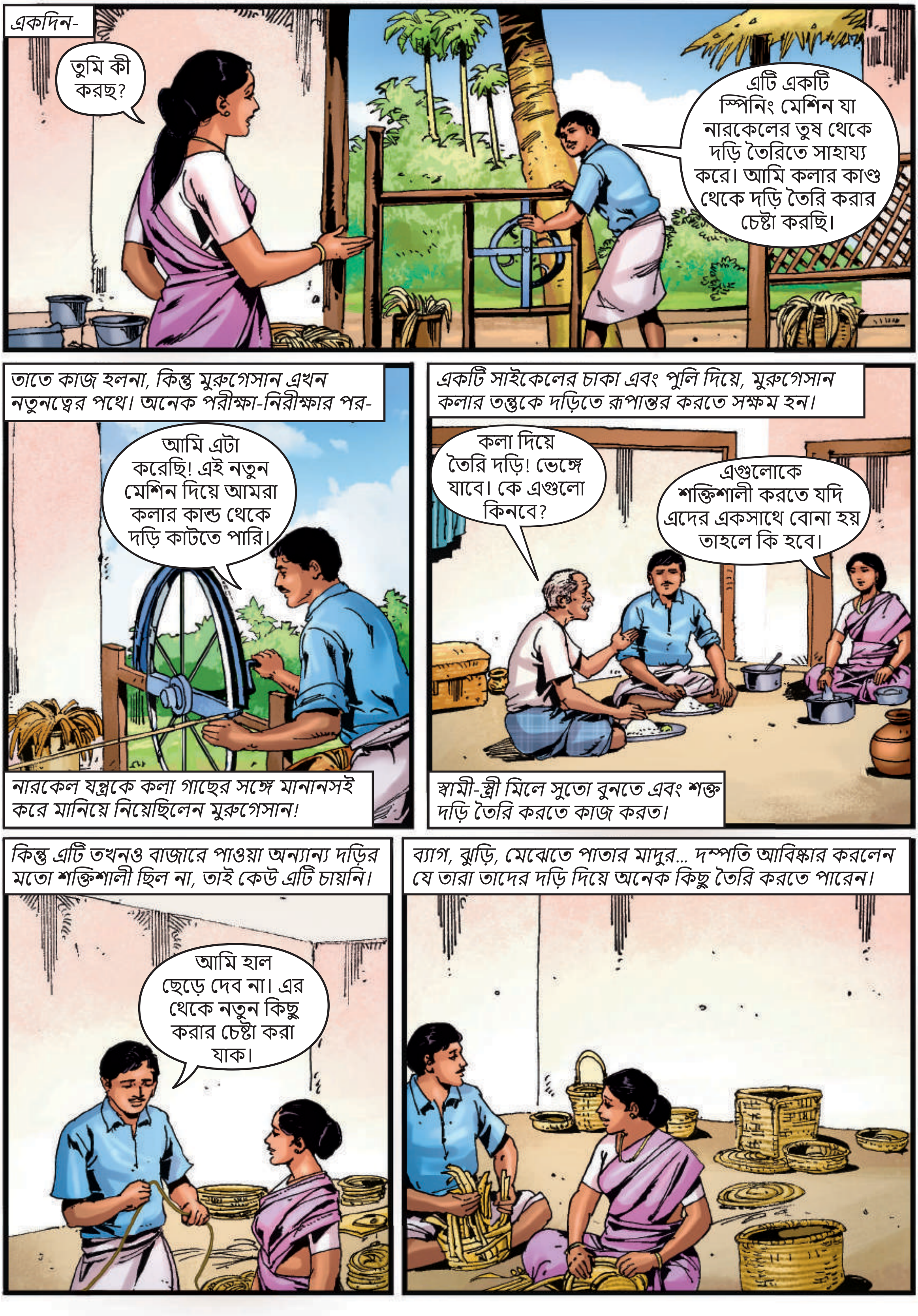
একদিন-
তুমি কী করছ?
এটি একটি স্পিনিং মেশিন যা নারকেলের তুষ থেকে দড়ি তৈরিতে সাহায্য করে। আমি কলার কাণ্ড থেকে দড়ি তৈরি করার চেষ্টা করছি।
তাতে কাজ হলনা, কিন্তু মুরুগেসান এখন নতুনত্বের পথে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর-
আমি এটা করেছি! এই নতুন মেশিন দিয়ে আমরা কলার কান্ড থেকে দড়ি কাটতে পারি।
নারকেল যন্ত্রকে কলা গাছের সঙ্গে মানানসই করে মানিয়ে নিয়েছিলেন মুরুগেসান!
একটি সাইকেলের চাকা এবং পুলি দিয়ে, মুরুগেসান কলার তন্তুকে দড়িতে রূপান্তর করতে সক্ষম হন।
কলা দিয়ে তৈরি দড়ি! ভেঙ্গে যাবে। কে এগুলো কিনবে?
এগুলোকে শক্তিশালী করতে যদি এদের একসাথে বোনা হয় তাহলে কি হবে।
স্বামী-স্ত্রী মিলে সুতো বুনতে এবং শক্ত দড়ি তৈরি করতে কাজ করত।
কিন্তু এটি তখনও বাজারে পাওয়া অন্যান্য দড়ির মতো শক্তিশালী ছিল না, তাই কেউ এটি চায়নি।
আমি হাল ছেড়ে দেব না। এর থেকে নতুন কিছু করার চেষ্টা করা যাক।
ব্যাগ, ঝুড়ি, মেঝেতে পাতার মাদুর... দম্পতি আবিষ্কার করলেন যে তারা তাদের দড়ি দিয়ে অনেক কিছু তৈরি করতে পারেন।

শীঘ্রই, মুরুগেসান এম.এস.রোপ প্রোডাকশান সেন্টার নামে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করলেন। তার দুই জনের ছোট ইউনিট বেড়ে দশে পৌঁছে যায়। কিন্তু, দড়ি তৈরি একটি খুব সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া ছিল।
আমরা সবাই সারাদিন কাজ করি কিন্তু কিছুই উৎপাদন করি না। যদি হাত দিয়ে মেশিন চালানোর পরিবর্তে আমি এতে একটি মোটর লাগাই?
প্রক্রিয়াটি খুব দ্রুত এগিয়ে যায় এবং মুরুগেসান তার ধারণা পেটেন্ট করেন। 2016 সালে তিনি একটি নতুন মেশিন তৈরি করেন যা একটির পরিবর্তে ছয়টি দড়ি তৈরি করতে পারে।
আমরা এখন 25,000 মিটার দড়ি তৈরি করছি! আগে আমরা মাত্র 2,500 করতে পারতাম!
আমরা অনেক মহিলাকে চাকরি দিয়েছি। এটা আমাকে খুব খুশি করে।
শীঘ্রই, 350 জনেরও বেশি মহিলা এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়।
মুরুগেসান একটি স্বয়ংক্রিয় মেশিনও ডিজাইন করেছিলেন যা দড়ি তৈরি করতে পারে এবং সুতো দিয়ে বাঁধতে পারে। শীঘ্রই তিনি পণ্য রপ্তানিও শুরু করেন।
গ্রাহক আমাকে জিজ্ঞাসা করছে আমি আমার পণ্য কী দামে বিক্রি করতে চাই! কৃষকের কাছে কেউ তার দাম জিজ্ঞেস করে না, এটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার।
মুরুগেসানের পণ্যগুলি বায়োডিগ্রেডেবল এবং প্লাস্টিকের একটি সাশ্রয়ী বিকল্প। তিনি তার কৃষি উদ্ভাবনের জন্য অনেক জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় পুরস্কার জিতেছেন। এখন তিনি এই প্রক্রিয়ায় লোকেদের প্রশিক্ষণ দেন এবং সরকারের জন্য মেশিনও তৈরি করেন।
2021 সালে বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করা এবং কৃষকদের জন্য অতিরিক্ত আয়ের পথ প্রশস্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী মন কি বাত-এ তাঁর প্রশংসাও করেছিলেন।

मन की बात 100
MANN KI BAAT 100

মন কি বাত

তৃতীয় খণ্ড

মন কি বাত-এর তৃতীয় খণ্ডটি জীবনের বিভিন্ন স্তরের নাগরিকদের উপর আলোকপাত করে, যারা তাদের আশেপাশের মানুষের জীবনকে উন্নত করার জন্য কিছু করছে।

যখন কোভিড -19 আঘাত হেনেছিল এবং শ্রীনগরের লেকে বসবাসকারী লোকেরা অসুস্থ হয়ে পড়ছিল, তখন তারিক আহমেদ পাটলু তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি বোট অ্যাম্বুলেন্স তৈরি করেছিলেন।

মোন শুগু কাগজ তৈরির একটি 1,000 বছরের পুরানো উপজাতীয় শিল্প এবং এটি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। অরুণাচল প্রদেশের মালিং গোম্বু ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি এর পুনরুজ্জীবনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং কয়েক ডজন লোককে কর্মসংস্থান দিয়েছিলেন।

আপনি কি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 14,000 ফুট উপরে তরমুজ জন্মানোর কথা শুনেছেন? লাদাখের উদ্ভাবনী কৃষক উরগাইন ফুংসগ সেটা এবং আরও অনেক কিছু করেছেন।

এগুলি সাধারণ মানুষের গল্প যারা অসাধারণ কাজ করেছে। গল্পগুলি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনপ্রিয় রেডিও অনুষ্ঠান থেকে নেওয়া।

₹90

www.amarchitrakatha.com
ISBN 978-81-19242-89-4
9 788119 242894